কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০৪

অণুকাব্যে কবিমন

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০৪

অণুকাব্যে কবিমন

রচনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
রচনাকাল	২০২০
স্বত্ব	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
ই-বই গ্রন্থনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
গ্রন্থন কাল	সেপ্টেম্বর, ২০২০
প্রচ্ছদ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
অলংকরণ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
কম্পোজ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

সূচিপত্র

কবিতাক্রম	কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কাহাফেক ০১৮২:	গুরুর পথে হাটতে আমি	০৭
কাহাফেক ০১৮৩:	সর্বগ্রাসী কাল-করোনা	০৮
কাহাফেক ০১৮৪:	কাল-করোনার দুঃসময়ে	০৯
কাহাফেক ০১৮৫:	ভাসছি যেনো নৌকো করে	১০
কাহাফেক ০১৮৬:	ওগো লীলাময় মহা মহীয়ান	১১
কাহাফেক ০১৮৭:	পরমাত্মা	১২
কাহাফেক ০১৮৮:	এই পৃথিবী নাটক পালা	১৩
কাহাফেক ০১৮৯:	সেই তুমি কী আগের মতোই	১৪
কাহাফেক ০১৯০:	মেধা যদি নাইবা লাগে	১৫
কাহাফেক ০১৯১:	উড়ছিলো তো ভালোই ঘুড়ি	১৬
কাহাফেক ০১৯২:	এই তো মানুষ এমন মানুষ	১৭
কাহাফেক ০১৯৩:	যদি ঘামের মুল্য দিতে	১৮
কাহাফেক ০১৯৪:	আজকে শিশু কালকে তারাই	১৯
কাহাফেক ০১৯৫:	কেউ যদি পায় কাম্য কিছু	২০
কাহাফেক ০১৯৬:	কলহের কোলাহলে কবি নেই	২১
কাহাফেক ০১৯৭:	আলোর নাচন ফুলে পাতায়	২১
কাহাফেক ০১৯৮:	শুদ্ধাচারে সদাচারে	২২
কাহাফেক ০১৯৯:	পিতা-মাতার ভালোবাসায়	২২
কাহাফেক ০২০০:	আজ কবিতার নেই যে পাঠক	২৩
কাহাফেক ০২০১:	ভেজালের ভোজবাজি	২৪
কাহাফেক ০২০২:	করোনা কালেতে হলো	২৫
কাহাফেক ০২০৩:	মামাদের ধামাধরা	২৬
কাহাফেক ০২০৪:	কি যে ভীষণ কষ্টে আছি	২৭

কাহাফেক ০২০৫:	কুঞ্জবনের অঙ্গানে	২৮
কাহাফেক ০২০৬:	সুখের দিনে সুখের পাখি	২৯
কাহাফেক ০২০৭:	গোলাপ কলি করতে চয়ন	৩০
কাহাফেক ০২০৮:	সুখের পাখি খাঁচায় বসে	৩১
কাহাফেক ০২০৯:	সুখের পাখি বন্দী আছে	৩১
কাহাফেক ০২১০:	প্রদীপের আধজ্বলা	৩২
কাহাফেক ০২১১:	পুণ্যবানের কথা কাজে	৩৩
কাহাফেক ০২১২:	দুহাত দিয়ে চক্ষু ঢেকে	৩৪
কাহাফেক ০২১৩:	হাত ধোয়াতে রোগে রক্ষা	৩৫
কাহাফেক ০২১৪:	তার-কাঁটাতে ঘেরা বেড়া	৩৬
কাহাফেক ০২১৫:	জামাতসহ নামাজ পড়া	৩৭
কাহাফেক ০২১৬:	না বুঝে চাইতে গেলে	৩৮
কাহাফেক ০২১৭:	মানব রূপী দানব কুলে	৩৮
কাহাফেক ০২১৮:	ভালবাসার সাগর বুকে	৩৯
কাহাফেক ০২১৯:	জীবনের শেষ পথ	৪০
কাহাফেক ০২২০:	বিশ্ববাসীর করের টাকায়	৪০
কাহাফেক ০২২১:	সকাল সাঁঝে কী সুর বাজে	৪২
কাহাফেক ০২২২:	জীবনটা সুন্দর সুললিত শাসনে	৪৩
কাহাফেক ০২২৩:	কাঁদলে শিশু আপন জনে	৪৩
কাহাফেক ০২২৪:	উহান থেকে যাত্রা শুরু	৪৪
কাহাফেক ০২২৫:	তেল মাখাতেই মেধা বিকাশ	৪৫
কাহাফেক ০২২৬:	এই পৃথিবী আলোয় ভরা	৪৬
কাহাফেক ০২২৭:	জানিনা কে অচিন সখা	৪৭
কাহাফেক ০২২৮:	সবুজ পাতা কোমল কচি	৪৮
কাহাফেক ০২২৯:	করোনা নিয়েছে কেড়ে জননীর প্রাণ	৪৯

কাহাফেক ০২৩০:	পাটখড়িতে ঘেরা বেড়া	৫০
কাহাফেক ০২৩১:	অল্পে যারা তুষ্ট থাকে	৫১
কাহাফেক ০২৩২:	দুঃসহ এ গ্রহণকালে	৫১
কাহাফেক ০২৩৩:	অমন করে হাসতে পারো	৫২
কাহাফেক ০২৩৪:	জীবনধারী সত্ত্বা যতো	৫৩
কাহাফেক ০২৩৫:	জীবনে প্রাণ আছে বলেই	৫৪
কাহাফেক ০২৩৬:	কষ্ট শোকে কবির হৃদয়	৫৫
কাহাফেক ০২৩৭:	অণুকাব্যে কবিমন-১	৫৬
কাহাফেক ০২৩৮:	দূরত্বটা অবস্থানের	৫৭
কাহাফেক ০২৩৯:	নীল-বেগুনী ময়ুরপঙ্খী-	৫৮
কাহাফেক ০২৪০:	হে দয়াময় সুরক্ষা দাও	৫৯
কাহাফেক ০২৪১:	ফেবুতে আজ নোতিশ পেলাম	৫৯
কাহাফেক ০২৪২:	বাস্তবে যার পাওনি দেখা	৬০
কাহাফেক ০২৪৩:	আজো দেহের রক্ত-লালে	৬১
কাহাফেক ০২৪৪:	সামনে বসে বলছো কথা	৬২
কাহাফেক ০২৪৫:	সুখ ও দুঃখের দোকানদারি	৬৩
কাহাফেক ০২৪৬:	অণুকাব্যে কবিমন-২	৬৪
কাহাফেক ০২৪৭:	চাষীর মাঠে চষা জমিন	৬৫
কাহাফেক ০২৪৮:	জন্মদিনের আলোয় আজি	৬৬
কাহাফেক ০২৪৯:	মূল্যবোধের বিজয় কেতন	৬৬
কাহাফেক ০২৫০:	সত্যি বটে তোমার কথা	৬৭
কাহাফেক ০২৫১:	অণুকাব্যে কবিমন-৩	৬৮

কাহাফেক ০১৮২:

গুরুর পথে হাটতে আমি

গুরুর পথে হাটতে আমি
একটু আছি প্রচেষ্টায়
কবিগুরুর ছাত্র আমি
সবাই জানুক এ দেশটায় ।

এই কবিতা এই কথা কয়
প্রকাশ অতি সামান্যই
কইবো কথা পরান খুলে
সে মুখ আমার আছে কই!

যদিও গুরু পাহাড় সমান
আমি নুড়ি সামান্যই
তবু গুরুর অনুসরণ
করতে আমারা বাঁধা কই!

কাহাফেক ০১৮৩:

সর্বগ্রাসী কাল-করোনা

সর্বগ্রাসী কাল-করোনা
সব ভালোটাই করছে গ্রাস;
প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিয়ে
করছে দেশের সর্বনাশ।

একে একে যাচ্ছে চলে
দেশের সেরা প্রাণসকল;
জাতির ভাগ্যে আছে কি যে
ভাবলে হৃদয় হয় বিকল।

হে দয়াময়, রহম করো
দাও করোনা-যুদ্ধে জয়
যে সাথীগণ যুদ্ধে শহীদ
তাঁদের করো আলোকময়।

কাহাফেক ০১৮৪:

কাল-করোনার দুঃসময়ে

কাল-করোনার দুঃসময়ে
জীবন এখন গদ্যময়;
জানি এখন আর কিছুতেই
লুটিয়ে পড়া পদ্য নয়।

একে একে যাচ্ছে চলে
অকাল-যাত্রায় মহৎ প্রাণ ;
এই নিদারুণ যাত্রা-মিছিল
কখন হবে অবসান!

হে দয়াময় এই মিনতি
তোমার কাছে করতে চাই;
বিপদ থেকে সুরক্ষা দাও
তুমি ছাড়া উপায় নাই।

এই করোনা যুদ্ধে যারা
বিলইয় দিলেন আপন প্রাণ
হে দয়াময় তাদের তুমি
দাও অনন্ত স্বর্গে স্থান ।

কাহাফেক ০১৮৫:

ভাসছি যেনো নৌকো করে

ভাসছি যেনো নৌকো করে
তরঙ্গিত সাগর জলে
পাহাড় সমান ঢেউ এসে মোর
এই বুঝি নেয় অতল তলে!

পদ্য লেখার থাকবে নাকো
সেই নিদানে কলম খাতা
সময় পাওয়া আর যাবে না
যমের পায়ে ঠেকিয়ে মাথা।

দুচোখ আমার অশ্রুসজল
অশ্রু মিশে সাগরজলে
প্রতীক্ষাতে ভাসছে জীবন
মিশে যেতে সাগরতলে।

কাহাফেক ০১৮৬:

ওগো লীলাময় মহা মহীয়ান

ওগো লীলাময় মহা মহীয়ান
কত যে বিচিত্র সৃজন তোমার;

কত যে অসীম নিপুনতা দিয়ে
সাজিয়েছো তুমি এ বিশ্ব সংসার।

যেদিকে তাকাই ক্ষুদ্র আমার চোখে
কতটুকুই বা দেখার ক্ষমতা আমার;

যুতটুকু দেখি বিস্ময়ে হতবাক হই
কত যে সুন্দর তুমি ও সৃষ্টি তোমার!

কাহাফেক ০১৮৭:

পরমাত্মা

অবিনশ্বর আত্মা আর নশ্বর দেহ নিয়ে আমার ইহলীলা;
সাঙ্গ হবার পর চলে যাব পরপারে
তখন পরমাত্মার সাথে আমার মিলন;
থাকবে না আর কোন দেহের দেয়াল।

আমি আছি , মৃত্যুর গ্রাস আমাকে করবে নিপাত,
ভাবতেই পারি না এ যে দেয়াল ভাংগার বিধান চিরন্তন।
অথচ সরল সত্যকে না বুঝে কী অলীক মোহ গ্রাসিছে আমায়;
নশ্বর ইহলীলার জন্য আমার কত না আনন্দ আয়োজন !
ভংগুর আশা ও মোহের ছলনা !!

অথচ নদীর জল হিমবাহে জমে জমে
ক্রমশঃ ভ্রান্তির পাথর
দিবালোকের মতো সত্য সুস্পষ্ট সাগর সুন্দর
তাঁর সাথে মিলনের আনন্দ লীন
একটুও ভাবি না একদা অচিরে হবো অনন্তে বিলীন।

কাহাফেক ০১৮৮:

এই পৃথিবী নাটক পালা

এই পৃথিবী নাটক পালা
নাট্যমঞ্চ মোটেও নয়
এই পৃথিবী শষ্যক্ষেত্র
কর্মফলের আবাদ হয়।

মানব জমিন চাষ করে কেউ
ফলায় ফসল চমৎকার,
কারো ফসল পোকায় কাটে
নাই যে গতি সেই বোকার।

ইহকালে গাছ লাগিয়ে
পরকালে তুলতে ফল
প্রভু মোদের পাঠিয়ে মাঠে
করতে বলেন চাষ সফল।

কাহাফেক ০১৮৯:

সেই তুমি কী আগের মতোই

সেই তুমি কী আগের মতোই
নিরব মুখী ডাকি যতোই
ভাবনা গুলো সাগর অথৈ
জলে ডুবে খাচ্ছে খাবি?

নিত্য ডাকি মায়া পুরী
আসি ও যাই দেয়াল ঘুরি
জলের কাছে বাজিয়ে তুড়ি
প্রতিধ্বনির জানাই দাবী।

কাহাফেক ০১৯০:

মেধা যদি নাইবা লাগে

মেধা যদি নাইবা লাগে
দেশ ও দশের কল্যাণে;
অকেজো সেই মেধাস্বত্ত্ব
লাগায় কাজে শয়তানে।

সাপটি থাকে ঘাপটি মেরে
ছোবল মারার চেষ্টাতে;
দাওমারা সেই মেধার অভাব
নেই আজিকে দেশটাতে।

কাহাফেক ০১৯১:

উড়ছিলো তো ভালোই ঘুড়ি

উড়ছিলো তো ভালোই ঘুড়ি
নাটাই সূতোর বন্ধনে;
উড়নে তার ছন্দ ছিল
জাত-খেলুড়ের যুত-টানে।

কিন্তু ঘুড়ি নিজের মতো
উড়তে আশা করলো যেই;
হুমড়ি খেয়ে পড়লো এসে
কবির গুবাক গাছটাতেই।

আবার যদি উড়ায় কবি
উড়বে ঘুড়ি নীল-নভে;
সাথে সাথে উড়বে কবিও
ফেরত পাওয়া শৈশবে।

কাহাফেক ০১৯২:

এই তো মানুষ এমন মানুষ

এই তো মানুষ এমন মানুষ
মানব জাতির প্রয়োজন
যোগ্য পিতার যোগ্য ছেলে
জানাই শ্রদ্ধা সম্ভাষণ।

সুকৃতি যার সেই তো সেরা
হোক না আয়ু স্বল্পতর
চলে যাবার পরেও তারা
এই দুনিয়ায় রয় অমর।

এই কৃতিময় মানুষগুলো
দেখায় মোদের আলোর পথ
তাদের পথেই মুক্তি আসে
সঞ্জীবিত হয় জগত।

কাহাফেক ০১৯৩:

যদি ঘামের মুল্য দিতে

যদি ঘামের মুল্য দিতে
সমাজ থাকে উদাসীন
সেই ঘামে কী আনবে বয়ে
দেশের জন্য শুভদিন?

যদি ধনিক বনিক মিলে
লুটে শ্রমীর ঘামের কড়ি
তাহলে কী আনবে সে ঘাম
সুদিন নাকি গলায় দড়ি?

কাহাফেক ০১৯৪:

আজকে শিশু কালকে তারাই

আজকে শিশু কালকে তারাই
দেশ গঠনের কর্মী হবে;
তাদের জীবন গঠন হলে
জাতি গঠন তবেই হবে।

আমরা যারা আজকে প্রবীন
আর আছে বা কী করার;
এই শিশুরাই আনবে আলো
ঘুচিয়ে সকল অন্ধকার।

তাদের জন্য রইলো দোয়া
হোক আগামীর সফল নেতা;
তাদের কৃতি দিক আমাদের
ঢেকে সকল অক্ষমতা।

কাহাফেক ০১৯৫:

কেউ যদি পায় কাম্য কিছু

কেউ যদি পায় কাম্য কিছু
কষ্ট-কঠোর তপস্যায়
তাঁর পাওয়ার তৃপ্তি মধুর
প্রাপ্তি-পরম মাত্রা পায়।

কেউ যদি হয় প্রবঞ্চিত
না পায় নিজের আরাধ্যায়
তবু যে তাঁর সাধন ভজন
যায় না ভেসে ব্যর্থতায় ।

দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রাতি
প্রেম বিরহ প্রতীক্ষায়
তাঁর সমুদয় কষ্ট কাহন
কাব্য হয়ে রূপ ছড়ায় ।

কাহাফেক ০১৯৬:

কলহের কোলাহলে কবি নেই

কলহের কোলাহলে কবি নেই
প্রলোভন কোলাহলে কবি নেই
হলাহল কোলাহলে কবি নেই।

সৃজনের কোলাহলে কবি থাকে
সুজনের কোলাহলে কবি থাকে ।
সুফলের কোলাহলে কবি থাকে।

কাহাফেক ০১৯৭:

আলোর নাচন ফুলে পাতায়

আলোর নাচন ফুলে পাতায়
আলোর নাচন অন্তরে;
প্রভুর আলোয় আলোকিত
হৃদয় সুখে যায় ভরে।

সেই বিজয়ী হিয়ার আলোয়
সকল আঁধার কেটে যায়;
সাধক হৃদয় পায় সে আলো
কষ্ট-কঠোর তপস্যায়।

কাহাফেক ০১৯৮:

শুদ্ধাচারে সদাচারে

শুদ্ধাচারে সদাচারে গুন বিচারে অনন্য;
সেই সারথি কর্মসাথী শ্রদ্ধা অশেষ তাঁর জন্য।
মহারথির টানা রথে পাবে সমাজ সঠিক রাহা
আনবে দশের অগ্রগতি অনুসারীর কাম্য তাহা।

কাহাফেক ০১৯৯:

পিতা-মাতার ভালোবাসায়

পিতা-মাতার ভালোবাসায় সিক্ত মাটির উর্বরায়
মানব শিশুর বীজকণিকা গুপ্ত থেকে প্রকাশ পায়।
সেই প্রকাশের অন্তরালে পরম প্রভুর সৃজন তৃষা
প্রভুর ছায়া পিতা মাতা স্বর্গীয় দান ভালবাসা।

কাহাফেক ০২০০:

আজ কবিতার নেই যে পাঠক

আজ কবিতার নেই যে পাঠক
প্রেক্ষাকোষে সস্তা নাটক
দেখতে ব্যাকুল বেবাকতেই;

কাব্য খুলে পড়ার মতো
কবির কাছে যাবার মতো
আজ মানুষের সময় নেই ।

তাইতো কবি শাসন ভুলে
সাজিয়ে ডালি কাব্য ফুলে
হাজির হয়ে পাঠক দ্বারে;

নিজের কাব্য নিজেই পড়ে
দেন বিলিয়ে ঘরে ঘরে
জয় করে নেন সময়টারে।

কাহাফেক ০২০১:

ভেজালের ভোজবাজি

ভেজালের ভোজবাজি
ভৌতিক বিবরে
যেনো আজ সব কিছু
ঢুকে আছে আঁধারে।

বিভীষিকা গুহাপথে
গতি করে রুদ্ধ
বেরুবার পথ নেই
আছি অবরুদ্ধ।

আলো কই ভালো নই
মরে ভূত আঁধারে
মনোলোকে আলো দিয়ে
জাগাও হে আমারে।

কাহাফেক ০২০২:

করোনা কালেতে হলো

করোনা কালেতে হলো বিশ্বাস দৃঢ়
হে মহামহিম তুমি সব-ই যে পারো।
করেছি অনেক পাপ, অভিশাপে তাই;
পাপানলে লোকালয় পুড়ে পুড়ে ছাই।

করোনা করাল নাকি কোভিড উনিশ
এ যে আর কিছু নয় পাপার্জিত বিষ।
পাপে না বাপকে ছাড়ে বাণী প্রমানিত
এই বিষে বিশ্ব আজ নীল আতঙ্কিত !

মানুষের মানবতা সহিংস শ্বাপদ
তাই বুঝি ঘিরে আজ এ দৈব আপদ !
জীবনের লেনাদেনা হালখাতা খানি
করোনা কাড়িয়া নিতে করে টানাটানি।

ঘরে ঘরে খিল দিয়ে মৃত্যু ভয়ে বাস
সকল অর্জন বুঝি সমুলে বিনাশ !
পরাশক্তি পরাকাষ্ঠা কোথা গেল তেজ
করোনার ভয়ে সব গুটিয়েছে লেজ ।

হে খোদা তুমিই পারো ক্ষমা ও দয়ায়
পরিত্রাণ দিতে এই বিপন্ন ধরায়।
তোমার করুণা চাহি করোনা হটাও
পাপমুক্তি দাও আর জীবন বাঁচাও।

কাহাফেক ০২০৩:

মামাদের ধামাধরা

মামাদের ধামাধরা
ভাগিনারা সাবধান;
দিনশেষে পাবে শুধু
অবহেলা অপমান।

আজ তারা হেঁসে হেঁসে
মুখে দেবে বাহা বা
কাল ডেকে কান মলে
বলে দেবে ভেগে যা।

ভাগ নে ভাগ নে বলে
ডেকে ভাগ দেবে না
বলে দেবে ভাগনেরা
আদৌতো ভাগী না।

কাহাফেক ০২০৪:

কি যে ভীষণ কষ্টে আছি

কি যে ভীষণ কষ্টে আছি কোভিড উনিশ কালে,
তোমার কাছে আসতে মানা আটকা আছি জালে।

ফুলের বনে ফুল ফুটেছে যায় না গিয়ে তোলা,
ঘরে থাকার নিয়ম কঠিন সিংহ দ্বারে তালা।

দিনের পরে রাত যাচ্ছে রাতের পরে দিন ,
ঘরের ভেতর স্বচ্ছা নিবাস আজকে আশি দিন।

কি যে ভীষণ কষ্টে আছি কোভিড উনিশ কালে,
কেমন করে আসবো বঁধু নেইকো আসার হালে।

ঘাটের তরি ঘাটেই বাঁধা জলে ছলাৎ ছল,
বৈঠা ধরে বাইবো তরি নাইকো মনে বল।

দিনের পরে দিন যাচ্ছে রাতের পরে দিন ,
এ কয় মাসে কুং ফ্লু ত্রাসে ঘরেই অন্তরীন।

কি যে ভীষণ কষ্টে আছি কোভিড উনিশ কালে,
আসবো কাছে কেমন করে আছি অন্তরালে ।

এইতো কোভিড যাবে যাবে যাচ্ছে না সে আর,
আক্রমণের মাত্রা বরং বাড়ছে আরো তাঁর।

যাবে কোভিড আসবে আলো আসবে জীবন সুর,
সেই ভরষায় রাত্রি জাগি আসবে কখন ভোর।

কাহাফেক ০২০৫:

কুঞ্জবনের অঙ্গানে

কুঞ্জবনের অঙ্গানে
দেখে শোভা রঙ্গানে ;

ভাবছো সবার চরিত্র
ফুলের মতো পবিত্র;

ফুলের মতো সবাই হবো
ফুল বাগানে ফুটে রবো;

এই সকলের সুপ্রত্যয়
সত্য হবে সুনিশ্চয় ।

কাহাফেক ০২০৬:

সুখের দিনে সুখের পাখি

সুখের দিনে সুখের পাখি
মিষ্টি সুরে ডাকে
দুঃখের দিনে শত ডেকেও
পাইনা খুঁজে তাকে।

সুখ বসন্তে কোকিল এসে
ডাকে পিয়া পিয়া
দুঃখের দিনে চুপ থাকে সে
দূরের বনে দিয়া।

সুখ যখনি দুধের মাছি
উড়ে আসে পাশে
দুঃখের ছায়া দেখলে মাছি
আর কি কাছে আসে ?

সাদা মনের মানুষ যারা
দেয় না সুখে হাত
দুঃখীর সাথী হয়ে জাগে
সেবায় কাটায় রাত।

কাহাফেক ০২০৭:

গোলাপ কলি করতে চয়ন

গোলাপ কলি করতে চয়ন
কুঞ্জবনে গিয়ে
হাত বাড়ালেই বিঁধে কাঁটা
রক্ত ঝরা দিয়ে।

তাও কখনো পুষ্পপ্রেমী
হয় না হতোদ্যম
কাঁটার ভীতি জয় করে পায়
পুষ্প মনোরম।

চিত্তে ফুটে গোলাপ কলি
কষ্ট কাঁটার ঘায়
কবির রাঙা কষ্টগুলোই
মুর্ত কবিতায়।

কাহাফেক ০২০৮:

সুখের পাখি খাঁচায় বসে

সুখের পাখি খাঁচায় বসে
চায় না খেতে রাজার ভোগ;
নিজের ডানায় আকাশ নীলে
উড়তে পারার চায় সুযোগ।

সুখের পাখি চায় না খাঁচা
যদিও সেটি সোনার হোক
খড় কুটোতে ঘর বানিয়ে
সে খুঁজে পায় স্বর্গলোক।

কাহাফেক ০২০৯:

সুখের পাখি বন্দী আছে

সুখের পাখি বন্দী আছে সোনার খাঁচায়
বিত্তবানের কব্জাতে সুখ খুব নিরুপায়।
সুখের বুঝি হচ্ছে মরণ বন্দী দশায়
কেউ কি আছে সুখপাখিকে আজকে বাঁচায় ?

কাহাফেক ০২১০:

প্রদীপের আধজ্বলা

প্রদীপের আধজ্বলা কম্পিত আলোটায়
আধখানি চাঁদ এসে উঁকি দেয় জানালায়;
আধখোলা কলমের বাঁধখোলা ভাবনায়
আধখোলা খাতাটায় আলোছায়া খেলে যায়;
আধো রাত নির্ঘুম বনে যেতে বলে যায়
কবি গেলো শালবনে মায়াবিনী জোছনায় ।

চাঁদ গলে ঝরে পড়ে শ্যাম শাল পত্রে
জাদুবলে কবি তারে ভরে পান পাত্রে;
ফুলদানি ভরে নেয় জোছনার ফুলে
জোনাকিরা অভিমানে নিভে আর জ্বলে;
আর কবি আধা নয় মুক্তি নিঃশর্তে
পুরোপুরি স্বর্গটা পেয়ে গেলো মর্ত্যে ।

কাহাফেক ০২১১:

পুণ্যবানের কথা কাজে

পুণ্যবানের কথা কাজে
জগত লভে পথের দিশা;
তাঁদের লেখায় খুঁজলে মিলে
পুণ্য কোন কাজের তৃষা।

সত্য কথা বলা কঠিন
লিখা কঠিন তারও বেশী;
পুণ্য-হৃদয় যে কথা কয়
শুনতে যে তাই ভালবাসি।

কাহাফেক ০২১২:

দুহাত দিয়ে চক্ষু ঢেকে

দুহাত দিয়ে চক্ষু ঢেকে
বলছি হেথায় অন্ধকার;
বলছি এখন মেঘলা বেলা
রবির দেখা পাইনা আর।

হায় কী অধম দ্রষ্টা আমি
নষ্ট মনের ভ্রষ্ট লোক;
দিনের বেলায় চোখ ঢেকে কই
নেই এখানে সুর্যালোক।

হতাম যদি সেরা আমি
দৃষ্টিপাতের দৃষ্টিতে;
সত্যালোকের রশ্মি পেতাম
সূর্যগতির সৃষ্টিতে।

মেঘলা দিনে কিংবা রাতেও
সূর্য থাকে আকাশটায়;
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় আঁখি
সেই দিবাকর দেখতে পায়।

কাহাফেক ০২১৩:

হাত ধোয়াতে রোগে রক্ষা

হাত ধোয়াতে রোগে রক্ষা;
মন ধোয়াতে জাতি রক্ষা ।

কোভিড উনিশ নিয়ন্ত্রণে
স্বাস্থ্যবিধি মানা চাই ;
সাবান জলে দুহাত ধুয়ে
সংক্রমণের ভয় তাড়াই।

যেমন করে হাত ধুয়ে লোক
রোগ হতে সুরক্ষা পায়;
তেমনি সকল হৃদয় ধুলে
ফলতো সোনা এ বাংলায়।

কাহাফেক ০২১৪:

তার-কাঁটাতে ঘেরা বেড়া

তার-কাঁটাতে ঘেরা বেড়া
অতি যতন করে;
মস্তো কাঁঠাল ফলিয়ে মনে
খুশী না আর ধরে।

অতি আদর পেয়ে যেমন
গোল্লাতে যায় পোলা;
কাঁঠাল কেটে দেখা গেলো
একটি কেবল কোয়া।

কাহাফেক ০২১৫:

জামাতসহ নামাজ পড়া

জামাতসহ নামাজ পড়া
মোমিন-মনের আকাঙ্খায়
কোন পাপে আজ মধ্যে এসে
কোভিড হলো অন্তরায়।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে যদি
অফিস বাজার সব চলে
তবে কেন ছাড়ি জামাত
নামাজ পাগল দিল বলে।

সমাজ নামাজ সকল হবে
স্বাস্থ্য বিধি মেনে
অন্যথা না হয় যেন ভাই
রাখতে হবে ধ্যানে।

কাহাফেক ০২১৬:

না বুঝে চাইতে গেলে

না বুঝে চাইতে গেলে ধরিত্রি বিশাল
পেলে তা ধারণে মূঢ় হয় বেসামাল ।
বিশাল প্রাপ্তি নয় সবটুকু বোঝা
প্রভেদ সুসাধ্য নয় অক্ষমের বুঝা।

কাহাফেক ০২১৭:

মানব রূপী দানব কুলে

মানব রূপী দানব কুলে
চলছে লড়াই নিরন্তর
লড়াই ছাড়া বাঁচাই যেনো
এই সমাজে অবান্তর।

দানব দলের নির্দেশনায়
যুদ্ধ সাজে সাজতে হয়
জীবন যেনো মঞ্চে এসে
যুদ্ধবাজির অভিনয়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলে
ক্ষুদ্র প্রজার মরতে হয়
অনিচ্ছেতেও ভায়ে ভায়ে
যুদ্ধ হেথায় করতে হয়।

যুদ্ধ সাজের অন্তরালে
গুমরে কাঁদে মানবমন
ভ্রাতৃঘাতী এই সমরের
কখন হবে সমাপন।

কাহাফেক ০২১৮:

ভালবাসার সাগর বুকে

ভালবাসার সাগর বুকে
অভিমানে তাইতো ফুঁসে;
তাই ভাসাতে আসতে পারে
সুখ-সুনামির জলোচ্ছ্বাসে।

কাহাফেক ০২১৯:

জীবনের শেষ পথ

জীবনের শেষ পথ আপাতত কবরে
এরপর জান্নাত মন রাখি সবরে ।
জৈবিক ইচ্ছেরা থাকে দেহ বিবরে
গতিরোধ করে কভু আলোকের সফরে।

কাহাফেক ০২২০:

বিশ্ববাসীর করের টাকায়

বিশ্ববাসীর করের টাকায়
বরের বেশে হু যাচ্ছে
‘এই কোভিডের নেই নিরাময়
ঘরে থাকুন’ বুঝাচ্ছে।

দেখে শুনে হচ্ছে মনে
কর্ম কেবল দাপ্তরিক
নেই ব্রতী সে আবিস্কারে
নয় সেবাতে আন্তরিক।

হোমিও-এলো আয়ুর্বেদী
ইউনানী আর মঘা
শাস্ত্র ভুলে আজকে যেনো
বিদ্যাবিহিন অঘা।

উপায়হীন এ পরিস্থিতি
ঘোর নিরাশার অন্ধকার
কাটবে কেবল হলে সুলভ
প্রতিষেধক আবিষ্কার।

হু'এর আশায় নয় বসে আর
নয় বণিকের আর ফাঁদে
বঙ্গবাসী হও আগোয়ান
যদি তোমার মন কাঁদে।

কাহাফেক ০২২১:

সকাল সাঁঝে কী সুর বাজে

সকাল সাঁঝে কী সুর বাজে
নিখিল ভুবন, হিয়ার মাঝে
খুঁজতে কারণ কে কয় কাকে
বাজতে থাকুক সে সুর বুকে।

সুর উপসুর কড়ি কোমল
নিখাদ ব্যথা অশ্রু সজল
বারণ খোঁজা কারণ সকল
সুর বরণে জনম সফল।

কারণ আছে থাকলে থাকুক
এ মন তাহা নাইবা জানুক
কারণ জানার ধকল রেখে
বরণ করি প্রাপ্তিটাকে ।

নিয়তি যা নিত্য আনে
কালের অমোঘ সূতোর টানে
তা মেনে নেই দামী জেনে
তবেই না সুর বাজবে প্রাণে।

কাহাফেক ০২২২:

জীবনটা সুন্দর সুললিত শাসনে

জীবনটা সুন্দর সুললিত শাসনে
ভালোদের কথা কাজ নিজে অনুসরনে;
নশ্বর জীবনে অক্ষয় গৌরব
সদগুনে যে ছড়ায় কৃতিসুধা সৌরভ।

কাহাফেক ০২২৩:

কাঁদলে শিশু আপন জনে

কাঁদলে শিশু আপন জনে
আদর করে ঘুম পাড়ায়
খিদে পেলে দুধ খেতে দেয়
বায়না রেখে মন ভরায়।

সেই শিশুটি বড় হলে
কান্না করা পায় না শোভা
যতই থাকুক কষ্ট তাহার
কান্না ভুলে সাজে বোবা ।

কাহাফেক ০২২৪:

উহান থেকে যাত্রা শুরু

উহান থেকে যাত্রা শুরু
চলছে সফর বিশ্বময়
কোভিড উনিশ বিশে এসেই
করে ফেলেন বিশ্বজয়।

সেই উহানে ছিলেন কবি
ছবির সেরা মানব মুখ
আজ ছবি কয় কতো কথা
চিত্তে আনে স্মরণ সুখ।

কাহাফেক ০২২৫:

তেল মাখাতেই মেধা বিকাশ

তেল মাখাতেই মেধা বিকাশ
যাদের বিদ্যে সাধনা
স্বার্থ হাসিল করতে তারা
এগিয়ে আছে মন্দনা।

আজকে মেধা-মর্যাদাবোধ
সাধুর মতো উপেক্ষিত
সদগুনে নেই এই সমাজের
বদের মতো কদর এতো।

তেল-তেলিদের বিবেক জানে
অপরাধের মাত্রা কতো
শীঘ্রী তারা সবাই হবে
অপমান ও ঘৃণায় নত।

কাহাফেক ০২২৬:

এই পৃথিবী আলোয় ভরা

এই পৃথিবী আলোয় ভরা
আলোয় ঘুচে অন্ধকার
আলোক হারা হয় সে মানুষ
দুটি নয়ন অন্ধ যার।

এই পৃথিবীর কত্তো বায়ু
সঞ্জিবনী জয়-উল্লাস
জীবন হারা হয় সে মানুষ
ব্যর্থ যে হয় টানতে শ্বাস ।

পরম সদয় প্রভু আমার
দাও সকলে আলো বায়ু
সফল করো সবার জীবন
কষ্টবিহিন করো আয়ু।

কাহাফেক ০২২৭:

জানিনা কে অচিন সখা

জানিনা কে অচিন সখা
মিত্র তিনি ফেস-বুকে
ফেবু জানায় আজকে দিনে
এলেন তিনি ভব-লোকে।

‘ভালো থাকুন বন্ধু অচিন’
বলি প্রীতি শুভেচ্ছায়
সুখের সুরে হোক সমমেল
ঘর-ভুবনের তানপুরায়।

কাহাফেক ০২২৮:

সবুজ পাতা কোমল কচি

সবুজ পাতা কোমল কচি
শক্ত ধুসর শুকনো হলে;
সেই পাতাটি সাদা কালো
ছাই হয়ে যায় পুড়ে জ্বলে।

ছাইটা দেখে ভাবলে তুমি
এই পাতাটির মর্ম-সার;
দেখলে না রূপ আগুনটুকু,
ফুল ফোটানোর শক্তি তার।

ছাইটা হলো বর্জ্য দাহের
শক্তিটা হয় উৎপাদন ;
তেমনি মানব শবটুকু নয়-
সব যে কর্ম-সম্পাদন।

কাহাফেক ০২২৯:

করোনা নিয়েছে কেড়ে জননীর প্রাণ

করোনা নিয়েছে কেড়ে জননীর প্রাণ
পাষাণ শহরে একা অনাথ সন্তান ।
শায়িত কবরে শব মায়ালোকে মন
গভীর যাতনা বুকে করিছে ক্রন্দন ।

জননী ছিলেন কাল আর নেই আজ
বিস্মৃত হয়েছে ত্বরা স্বার্থান্ধ সমাজ ।
নিষিদ্ধ গলির মোড়ে বিষাক্ত সমীর
মেধযজ্ঞে খেলা করে উন্মত্ত অধীর ।

তথাপি বিদেহী মনে এখনো বিশ্বাস
পাষাণে সন্তান পাবে বাঁচার আশ্বাস।
অরণ্যে রোদন হায় ফলহীন আশা
নগর অম্বর ঢাকা জমাট নিরাশা ।

কাহাফেক ০২৩০:

পাটখড়িতে ঘেরা বেড়া

[ফেবুকে ছদ্মনামের এক তরুণ কবির উদ্দেশ্যে]

পাটখড়িতে ঘেরা বেড়া
পাতায় ছাওয়া চালা
হৃদয় তোমার পাটখড়ি ঘর
পল্লীমায়ের পোলা।

মানবতায় মনটি ভরা
কন্ঠে ন্যায়ের বাণী
কে তুমি হে দাও হটিয়ে
পুণ্যে পাপের গ্লানি।

রইলো আশিষ শিরে তোমার
স্বভাব কবি তুমি
তোমায় লিখায় জেগে উঠুক
সোনার জন্মভূমি।

অভিধানের শব্দগুলো
মুক মুখে দাও আনি
কে তুমি হে দাও হটিয়ে
পুণ্যে পাপের গ্লানি।

কাহাফেক ০২৩১:

অল্পে যারা তুষ্ট থাকে

অল্পে যারা তুষ্ট থাকে জীবন তাদের শান্তিময়
অশান্তিতে জ্বলে তারাই অল্পে যারা তুষ্ট নয়।
খড়ের চালা খড়ির বেড়া মাদুর পাতা মাটির ঘর
পান্তা নূনে শোকরিয়া যার সুখে হৃদয় চাঁদ-পসর;

সেই সে সরল শান্তিপ্রিয় পল্লীবাসীর রক্ত শুষে
দানবমুখো বিত্তবানের লোভ-লালসা উঠছে ফুঁষে।
যতোই ঢালো দানব মুখে অন্ন কড়ি পদ ও খ্যাতি
তৃপ্তি কভু হবে না তাঁর বাড়বে আরো লোভের গতি।

কাহাফেক ০২৩২:

দুঃসহ এ গ্রহণকালে

[করোনায় এক সহকর্মীর পরলোকগমণে]

দুঃসহ এ গ্রহণকালে অসীম কালো অন্ধকার
দগ্ধ মনের বিক্ষত ঘা নেই যে ঘাঁটার শক্তি আর !
বন্ধু স্বজন যাচ্ছো যারা লোকান্তরে পরপার ;
স্বর্গে তারা ভালো থাকুন সদগতি হোক সদাত্মার।

কাহাফেক ০২৩৩:

অমন করে হাসতে পারো

[তরুণ কবি নাজমুস সাকিবের কবিতায় বিমুগ্ধ হয়ে]

অমন করে হাসতে পারো
লিখতে পারো অমন ভালো
তোমার হাসি ভালোবাসা
সকল আঁধার করবে আলো।

তোমার লেখা চাবুক হয়ে
রিপুর ঘোড়া দমিয়ে রাখুক
মুক্তমনের জলসা ঘরে
ভালোর আসর জমিয়ে রাখুক।

তোমার লিখার অভিঘাতে
বিত্তশীলের চিত্ত কাঁপুক
মানবতায় হৃদয় ভরে
দায়-চেতনা জেগে উঠুক।

কাহাফেক ০২৩৪:

জীবনধারী সত্ত্বা যতো

জীবনধারী সত্ত্বা যতো
বিশ্বে করে বসবাস;
তাদের কজন নিজকে চিনে
যদিও নিজের মধ্যে বাস!

তেমনি মানুষ খোদার দেখা
পাবার মতো চক্ষু কার ?
যদিও খোদা অষ্ট প্রহর
সঙ্গী হয়ে আছেন তাঁর।

সবিনয়ে বলবো কবি
কবির কিন্তু অনেক দায়;
নয় হতাশার আঁধার ওহে
বাঁচো আলোর ইশারায়।

কাহাফেক ০২৩৫:

জীবনে প্রাণ আছে বলেই

জীবনে প্রাণ আছে বলেই
জন্ম এবং মৃত্যু হয়
মৃত্যু এলো তাই বলে কী
প্রাণ ছিল যে সত্য নয়?

অনুভবের পরশ ছিল
এখন দূরে তা আর নাই
তাই বলে কী ছিল কাছে
বলবো মিছে সত্যটাই ?

প্রদীপখানা দমকা হওয়ায়
নিভতে পারে যখন তখন
এখন আঁধার তাই বলে কী
ভুলবো আলোর রূপ-মোহন?

কাহাফেক ০২৩৬:

কষ্ট শোকে কবির হৃদয়

কষ্ট শোকে কবির হৃদয়
যখন খানিক ক্লিষ্ট হয় ;
মৃত্যুচতন হয় কিছুটা
কিন্তু তাহা মরণ নয় ।

মৃত্যু এমন বাস্তবতা
ছড়িয়ে আছে জীবনময়;
লোকান্তরের অমোঘ বিধি
জীবনখানির অবক্ষয়।

তাই বলি ভাই অবক্ষয়ের
বীজ বুনোনা এই লোকে;
নয় জীবনে হতাশ-গ্লানি
সুখ খুঁজে নাও দুঃখ থেকে।

কাহাফেক ০২৩৭:

অণুকাব্যে কবিমন-১

(১)

কবি ও কবিতা কেন দূরে একা একা
কবিতার সাথে কবিকেও যাবে দেখা।

(২)

লাশ নয় কবি সজিব পলাশ
মনে মনোহর মেঘ অভিলাষ ।

(৩)

বক্ষে যাহার লক্ষ জনার হৃদয় বেদন
লক্ষ্যে তাহার এগিয়ে যাবে চলার বাহন।

কাহাফেক ০২৩৮:

দূরত্বটা অবস্থানের

দূরত্বটা অবস্থানের –
স্থান থেকে স্থান কতদূর
দূরত্বটা অনুভবের –
মন থেকে মন কতদূর।

দূরত্বটা আত্মীয়তার-
কেবা আপন কেবা পর
দূরত্বটা ভালবাসার-
কার মনে কার ঘর-বাসর।

সকল দূরের বাঁধন টুটে
ফুটুক ভালোবাসার কলি
আপন করার আলোয় ভাসুক
দূরে ঠেলার আঁধার গুলি।

কাহাফেক ০২৩৯:

নীল-বেগুনী ময়ুরপঙ্খী

নীল-বেগুনী ময়ুরপঙ্খী-
তারুণ্যময় বন্ধু মোর;
চিত্তে যেনো নৃত্য করে
চপল বীণা সুর-নুপুর।

ছবি যেনো কইছে কথা
সময়-নদীর জল গড়ায়;
সাধ্য যেনো নেই সময়ের
সবুজ মনে চিড় ধরায়।

কাহাফেক ০২৪০:

হে দয়াময় সুরক্ষা দাও

হে দয়াময় সুরক্ষা দাও
দাও ক্ষমা হে দয়াময় ;
সুস্থ থাকি ভালো থাকি
সবাই যেনো সব সময়।”

কাহাফেক ০২৪১:

ফেবুতে আজ নোটিশ পেলাম

ফেবুতে আজ নোটিশ পেলাম
মিত্র-জনের জন্মদিন;
রইলো শুভ ইচ্ছে আমার
হোক শুভ তাঁর প্রতিদিন।

কাহাফেক ০২৪২:

বাস্তবে যার পাওনি দেখা

[ফেবুকে ছদ্মনামের এক কবি আমাকে নিয়ে কবিতা লিখায়]

বাস্তবে যার পাওনি দেখা
ছবি দেখেই কাব্য লিখো;
ধন্য তোমায় অবাক কবি
বাংলা মায়ের বুকে থাকো।

নামটি তোমার কাব্যে থাকে
দাও না কেন নিজের ছবি;
তোমার ছবি কইতো কথা
হে আগামীর দুখু রবি।

কাহাফেক ০২৪৩:

আজো দেহের রক্ত-লালে

[মতিনের কবিতা ‘লাল তেলের চাকা’ আবৃতি শুনে]

আজো দেহের রক্ত-লালে
ঘুরছে চাকা সভ্যতার;
আজো বুকের হাপড় টেনে
গলায় লোহা কর্মকার।

আজো চলে আদম-গাড়ী
ক্লিষ্ট পেশীর মরণ-টানে;
নিঃস্ব শ্রমীর নিশ্বাসে তাও
বিশ্ব যেনো বাঁচে প্রাণে।

কে আছে আর ওদের মতো
পুণ্যবান ও হালালভুক;
তাও এদেরেই পিষ্ট করে
ধরায় পাপী করে সুখ ।

কাহাফেক ০২৪৪:

সামনে বসে বলছো কথা

[মতিনের কবিতা ‘হারানো পত্রের বিলাপ’ আবৃতি শুনে]

সামনে বসে বলছো কথা
অষ্ট প্রহর যার সাথে
কোন কথা তার হারিয়ে গেছে
নিমগ্ন সেই কান্নাতে।

হারিয়ে যাওয়া সেই চিঠিটি
আছে বুকের সিন্দুকে
তালা ও ভাঁজ খুলতে এবং
পড়তে বলে নিন্দুকে।

বিলাপ করে কী হবে হায়
মিছেই শুধু শক্তিক্ষয়
ডিলিট লেখা আনডু করে
আবার পাবে সমুদয়।

কাহাফেক ০২৪৫:

সুখ ও দুঃখের দোকানদারি

সুখ ও দুঃখের দোকানদারি
পক্ষী পরাণ করিস তুই ;
মুল্য ছাড়াই সুখ বিকিয়ে
দুঃখের গোলা ভরিস তুই।

হায়রে সরল হৃদয় পাখি
দুঃখের নিপুণ কারিগর;
লোকসানের এই তেজারতে
দুঃখ পাবি তুই জনমভর।

কাহাফেক ০২৪৬:

অণুকাব্যে কবিমন-২

(১)

পড়ছে মনে শরৎবাবুর বড় প্রেমের কথা
দূরে ঠেলে দেয়াই নাকি প্রেমের স্বার্থকতা

(২)

কান্না তোমার নিবাস কোথায় থাকো তুমি কই
কান্না বলে আমি হাসির অপর পিঠে রই।

(৩)

শূন্য কালো হঠাৎ আলো ঝলকানি তাঁর মাঝে
প্রাণের মেলা সব কোলাহল শূন্যলোকেই বাজে।

কাহাফেক ০২৪৭:

চাষীর মাঠে চষা জমিন

চাষীর মাঠে চষা জমিন
ছড়িয়ে দিলে সজীব ধান ;
ফলবে সোনা রাশি রাশি
ধানশালিকের প্রাণের গান।

চাষা বলে হেলায় যারে
আসবি ফেলে নদীর বাঁকে
ধান শালিকের নদী রূপে
তোর উঠোনেই দেখবি তাকে।

কষ্ট-নদীর বানের জলে
কান্না ধানে নৌকো বোঝাই
অনন্ত সেই প্রেমিক চাষার
লাশ জীবনের কাব্যটি পাই।

কাহাফেক ০২৪৮:

জন্মদিনের আলোয় আজি

জন্মদিনের আলোয় আজি
নতুন করে জীবন গড়ি
লক্ষ্য জয়ে যাক এগিয়ে
সাফল্যময় জীবন তরি।

কাহাফেক ০২৪৯:

মূল্যবোধের বিজয় কেতন

মূল্যবোধের বিজয় কেতন
উড়ায় যারা এ সংসারে
হেরে গিয়েও জিতে তারা
কীর্তি অতুল সেই হারে।

হরহামেশা আজকে যারা
ছিনিয়ে নিতে জয়ের মালা
নৈতিকতা-মানবতার
চেতন-দ্বারে মারছে তালা।

তাদের আঁখি অন্ধ মোহে
লোভ ও লাভের লালসায় ,
দেখবে তারা দিন আখেরে
শেষ পরাজয় সহসায়।

কাহাফেক ০২৫০:

সত্যি বটে তোমার কথা

সত্যি বটে তোমার কথা
কবি তুমি সত্যিকার;
যার কবিতা ছবির মতো
তাঁর ছবিটা কী দরকার ?

কবির ছবি আঁকা থাকে
তাঁর কবিতা-চিত্রলেখায়;
কবির লেখা কাব্যছবি
মানব মনের চিত্র দেখায়।

কার ছবিটা সাদাকালো
কার ছবিটা বর্ণময়;
নয় তা কবির মাপের কাঠি
লক্ষ্য জীবন কর্মময়।

কাহাফেক ০২৫১:

অণুকাব্যে কবিমন-৩

(১)

কবির লেখা চলতে থাকুক
যে যাহা চায় বলতে থাকুক
প্রদীপে তেল সলতে থাকুক
পাটখড়িটা জ্বলতে থাকুক।

(২)

অসৎ জীবন কালো টাকা -
অনুচিত এ লক্ষ্য থাকা।
আলোকিত জীবন গড়ো -
ধনে জ্ঞানে হবে বড়ো।

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com

Face Book: Kamrul Hasan Ferdous